অধ্যায়-৮
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১.০ ভূমিকা

১.১ দক্ষিণ এশিয়ার ভৌগলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অভিলাষি একটি গ্রামবহুল দেশ বাংলাদেশ । দেশের প্রায় ৭০% মানুষ গ্রামে বসবাস করে। শহর ও গ্রামে আয় বৈষম্য কমিয়ে আনা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা ও অংশীদারিত্ব উন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও অর্জনের দারিদ্র দূরীকরণ নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিত প্রয়োজন। যেহেতু দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী, অতএব অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অংশিদারিত্ব রাষ্ট্রিয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এবং বিশেষতঃ নারীদের শিক্ষা উন্নয়ন, আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি, ব্যবসাসহ সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসাবে কাজ করছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের সাথে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও স্বচ্ছল সামাজিক অবস্থান তৈরী করতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে দারিদ্র্য দূরীকরণে নারী পুরুষের সম-অংশীদারিত্ব তথা সাম্য নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে নারী শিক্ষা উন্নয়ন, তহবিল বৃদ্ধি, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, ব্যবসায় নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কাজ করছে। ফলে প্রতি বৎসর দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে তথা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমাগত বাড়ছে, যা টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

১.২ বিশ্বব্যাপী পল্লী দারিদ্র্য নিরসনের প্রশংসিত একটি পন্থা হলো সমবায়। পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন সমবায় ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা, সমবায় ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থাপনা এবং অব্যাহত গবেষণার মাধ্যমে পল্লী এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা উন্নীত করার প্রয়াসে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি ম্যানডেট। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মূলত: পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচন, পুজিঁ গঠন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, জনগণের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রায়োগিক গবেষণাসহ বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্প্রসারণ করে থাকে। সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে বিভিন্নমূখী সমবায় কার্যক্রমের মাধ্যমে এ বিভাগ সফলতার সাথে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ অবদান রেখে আসছে। এ বিভাগ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচনে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প-কর্মসূচি গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করছে, যার ৯০-৯৫% উপকারভোগী নারী।

১.৩ পল্লী উন্নয়ন নীতি, সমবায় আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন, বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সমিতি গঠন, বিভিন্ন কর্মসূচি, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ক্ষুদ্র ঋণ, সমবায় ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কৃষি ঋণ, কুটির শিল্প, সমবায় বীমা, ব্যাংক, দুগ্ধ ও অন্যান্য সমবায়ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান, বিপণন, সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ, সমবায়ীদের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও প্রশিক্ষণ প্রদানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কাজ করছে। এ ছাড়া পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ে শিক্ষা, গবেষণা পরিচালনা, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে লিঁয়াজো রক্ষা করা, প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন

বিষয়ক নতুন মডেল, কৌশল উদ্ভাবন এবং সমবায়ের আওতায় বিভিন্ন সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে এ বিভাগ সহায়তা প্রদান করছে।

২.০ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নীতিসমূহ

❖ ২.১ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি ২০০১ এর ৫.১২ অনুচ্ছেদে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও অধিকার সম্পর্কে নারী ও পুরুষকে যৌথভাবে অবহিতকরণের মাধ্যমে নিম্নোক্ত সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানিক উদ্দ্যোগ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে:

❖ মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পুরুষদেরও অনুরূপভাবে মহিলাদের উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে সচেতন করা;

❖ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতার উন্নয়ন সাধন করা;

❖ গ্রামীণ মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনের সুযোগ ও সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা;

❖ সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে সকল কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত গ্রামীণ মহিলাদেরকে একটি কার্যকর নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

❖ স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে ও সহায়ক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাগণকে সামর্থ অনুযায়ী আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা বৃদ্ধি করা;

❖ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যয়ে মহিলাদের অর্থবহ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা;

❖ নারীর সমঅধিকার, দারিদ্র্য দূরীকরণ, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান বিষয়ে ঘোষিত নীতি বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা;

২.২ সমবায় আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়নের এর মাধ্যমে সমবায়ের আওতায় বিভিন্ন সমিতি গঠন করে গ্রামীণ নারীদের আর্থ-সামজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সহায়তা প্রদান করা হয়। সমবায় খাতে স্বচ্ছতা আনয়ন, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রণীত সমবায় সমিতি ২ আইন (সংশোধন) ২০১৩ এর ভিত্তিতে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০১৪ এর সংশোধন করা হচ্ছে। সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও সমবায় খাতকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জাতীয় সমবায় নীতিমালা ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ ৪.৯, ৯.১৩ এবং ১৩.৭-০৭.০৫ এ নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে:

❖ নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ও তাঁদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;

❖ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ পশ্চাৎপদ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা।

৩.০ নারী উন্নয়নে জাতীয় নীতি নির্ধারণী দলিলপত্রে বর্ণিত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলি

৩.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং সিডো (C.E.D.A.W.) দলিলের ভিত্তিতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। মূলতঃ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতি কৌশলের আলোকে প্রণীত হয়েছে নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১। এ নীতির বাস্তবায়নকল্পে প্রণীত হয়েছে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা, ২০১৩। উক্ত নীতি ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের করণীয়সমূহ নিম্নরুপ:

- ❖ হতদরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তাবলয়ে (safety nets) অন্তর্ভুক্ত করা;
- ❖ দরিদ্র নারী শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নতুন এবং বিকল্প অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করা;
- ❖ দরিদ্র নারীকে উৎপাদনশীল কর্মে এবং অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করা;
- ❖ বিশুদ্ধ নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থায় নারীর প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া;
- ❖ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উচ্চ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।

৩.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে নিম্নরুপ কার্যক্রম গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে:

- ❖ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত গ্রামীন মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রচেষ্টা গ্রহণ করা;
- ❖ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দুস্থ মহিলাদের দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৪.০ নারী উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি

ক্রমিক নং	মধ্যমেয়াদিকৌশলগতউদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ
১	২	৩
১.	পল্লীর ও পশ্চাদপদ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	❖ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করা; ❖ উৎপাদনমুখী খাতে সমবায়ীদের-অনানুষ্ঠানিক দলের সদস্যদের সঞ্চিত পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি; ❖ পল্লীর নারীদের জন্য আয়বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণ; ❖ শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন এবং ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনা।
২.	দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি	❖ সমবায়ীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ❖ পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও এন.জি.ও. কর্মীদের প্রশিক্ষণ
৩.	পল্লী উন্নয়নের নীতি কাঠামো শক্তিশালীকরণ	❖ গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও প্রকাশনার মাধ্যমে গবেষণালব্ধ ফলাফল সম্প্রসারণ

৫.০ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রমে জেন্ডার বৈষম্য চিহ্নিতকরণ ও তা দূরীকরণে গৃহীত কৌশল

৫.১ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তরসমূহ পল্লী এলাকায় পুরুষের পাশাপাশি নারীদের বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে অংশগ্রহণ, বিভিন্ন প্রকল্পের

আওতায় ঋণদান, দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, আয়বর্ধনমূলক কাজে অংশগ্রহণে সার্বিক সহায়তা করছে। এর ফলে সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে, নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে এবং দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হচ্ছে। বিভিন্ন ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তারা আয়বর্ধনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারছে ফলে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ নিশ্চিত হচ্ছে। এতে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হচ্ছে। তবে এ সকল কার্যক্রম জেন্ডার ইকুইটি রক্ষা করছে কিনা তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করা, উৎপাদনমুখী খাতে সমবায়ীদের-অনানুষ্ঠানিক দলের সদস্যদের সঞ্চিত পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন এবং ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনা, সমবায়ীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমে অদূর ভবিষ্যতে সুফলভোগী হিসেবে নারী-পুরুষের সম অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনা করবে এ বিভাগ।

৫.২ এ বিভাগের জন্য আরেকটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পল্লী অঞ্চলের সকল নারীর চাহিদার আলোকে তাদের উন্নয়ন ও সচেতন করে তোলা, প্রশিক্ষণ ও ঋণ দানের মাধ্যমে তাদের উদ্যোক্তা করে তোলা এবং পণ্য বিপণনে সহায়তা করে তাদের আয় নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে প্রথমেই একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। এ পরিকল্পনার আওতায় নারীর জন্য বর্ধিত হারে প্রশিক্ষণ ও ঋণের পাশাপাশি প্রয়োজন মহিলাদের উন্নয়নে পুরুষদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার-কর্মশালার আয়োজন। গ্রামীণ মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনের সুযোগ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকল্পে **এবং** সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করাও জরুরি। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫.৩ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে সর্বমোট নিয়োজিত কর্মকর্তার মাত্র ২১.৫৭% নারী এবং ৭৮.৪৩% পুরুষ। ফলে এ বিভাগের নীতি নির্ধারণী বিষয়ে নারীর অংশগ্রহণ সীমিত। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট নারীবান্ধব নীতি থাকা সত্ত্বেও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে নারীর অংশগ্রহণ কম। সংস্থার ক্ষেত্রে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সুবিধার সিংহভাগ পুরুষ কর্মকর্তারা ভোগ করছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অন্তর্ভুক্তি জরুরি।

৫.৪ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও এর বাস্তবায়নকল্পে প্রণীত জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা, ২০১৩ অনুযায়ী সকল মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। সে কারণে সকল মন্ত্রণালয়-বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ করে প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং চলমান প্রকল্প ও কর্মসূচিকে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও এর বাস্তবায়নকল্পে প্রণীত জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ২০১৩ এর আলোকে বিভাগের কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের সকল নারীর আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাঝেই নিহিত রয়েছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সফলতা।

৬.০ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা

৬.১ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত মহিলা ও পুরুষ পরিসংখ্যান

	কর্মকর্তা (%)				কর্মচারি (%)			
	২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
সচিবালয়	৮৫.১১	১৪.৮৯	৭৮.৪৩	২১.৫৭	৮০.৭৬	১৯.২৩	৭৫.০০	২৫.০০
স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	৭৩.৮০	১৫.৯৫	৮৮.৪৪	১১.৫৬	৭২.৬০	১৯.৫১	৬৯.৫০	৩০.৫০
সমবায় অধিদপ্তর	৭৯.১২	২০.৮৮	৮০.৬৮	১৯.৩২	৬৫.৪৩	৩৪.৫৭	৬৫.৬৪	৩৪.৩৬
জেলা কার্যালয়সমূহ	৮২.১০	১৭.৯০	৭৭.৬৫	২২.৩৫	৭৮.৭৮	২১.২২	৮০.৪৫	১৯.৫৫
উপজেলা কার্যালয়সমূহ	৮৫.৫৪	১৪.৪৬	৮৬.৯৫	১৩.০৫	৮১.৩২	১৮.৬৮	৮৯.৬৪	১০.৩৬
সমবায় প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা	৯৫.৪৫	৪.৫৫	৯৬.৪৩	৩.৫৭	৭৯.৩৬	২০.৬৪	৭৮.৭৪	২১.২৬

৬.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে উপকারভোগী মহিলা ও পুরুষের পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	কার্যক্রম/প্রকল্প	পরিমাপের একক	২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮	
			মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ
১.	বিআরডিবি	লক্ষ জন	২.৩৪	১.৭৭	২.৪০	১.৭৯	২.৫৫	১.৭০
২.	বার্ড, কুমিল্লা	হাজার জন	-	-	-	-	৪.০১	১.৯৮
৩.	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	লক্ষ জন	০.৯৫	০.৬৩	৬.০০	৩.০০	৩.৯০	২.১০
৪.	ইকনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দ্যা পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি)	লক্ষ জন	১.১০	০.৯০	১.১০	০.৯০	-	-
৫.	চর জীবিকায়ন কর্মসূচি-২য় পর্যায় (সিএলপি-২)	লক্ষ জন	২.০০	১.২০	২.০০	১.২০	-	-
৬.	উন্নতজাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রা মান উন্নয়ন	লক্ষ জন	-	-	-	-	০.২৫	-

৬.৩ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯			সংশোধিত ২০১৭-১৮			বাজেট ২০১৭-১৮		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৪৬৪৫৭৪	১৩৬৯৩৮	২৯.৪৮	৩৭১৪৯৫	৮৬১৬৯	২৩.২	৪০০২৬৬	১১২০১৯	২৭.৯৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেট	২২০৯	৬৯৮	৩১.৬১	২১৯৭	৫৪৩	২৪.৭১	১৮৮৫	৫৩৫	২৮.৩৮
উন্নয়ন বাজেট	১৬৯৫	৬৬৮	৩৯.৩৯	১৭১৫	৪৬৮	২৭.৩	১৪১৪	৪৪৩	৩১.৩৩
পরিচালন বাজেট	৫১৪	৩১	৫.৯৮	৪৮২	৭৫	১৫.৪৯	৪৭১	৯২	১৯.৫৩

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

৭.০ গত তিন বছরে নারী উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)সমূহের অর্জন

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত অর্জন		
		২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
১	২	৩	৪	৫
আয়বর্ধক কর্মসূচিতে পল্লীর নারীদের অংশ	জন (হাজার)	৬৩.৯৬	৭৫.০০	২০১.৫৮
নারী সমবায়ীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান	জন (হাজার)	৭১.০০	৬৮.০০	৭৯.৪৬

৮.০ নারী উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাফল্যসমূহ

৮.১ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নের উপর মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের প্রভাব

৮.২ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন: পল্লীর ও পশ্চাদপদ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের প্রায় ৭০-৮০% সদস্যই নারী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন-প্রসূত "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২১.৮৩ লক্ষ এবং "সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-২য় পর্যায়" প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২.৬৫ লক্ষ (ডিসেম্বর, ২০১৬ এ সমাপ্ত) নারীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সিভিডিপি প্রকল্পটির ৩য় পর্যায় বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। বিআরডিবির দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ৫ বৎসরে প্রায় ৭৭ হাজার দরিদ্র মহিলার জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব হচ্ছে। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প এবং ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে যথাক্রমে ২.০৫ লক্ষ এবং ৪৬ হাজার ৮০০ জন দরিদ্র মহিলার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নতজাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রা মান উন্নয়ন শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে;

৮.৩ **দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি:** পল্লী এলাকায় নারীদেরকে আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন ট্রেড যেমনঃ সেলাই, হাঁস-মুরগী ও মৎস্য পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মকান্ড যথাঃ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন নারীর উন্নয়নে সহায়তা করছে;

৮.৪ **পল্লী উন্নয়নের নীতি কাঠামো শক্তিশালীকরণ:** গবেষণা এবং প্রায়োগিক গবেষণার ফলে পল্লী এলাকার নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সচেতনতা সৃষ্টি, উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ে নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লীর দরিদ্র নারীদের দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হচ্ছে। ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৮.৫ **পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর আওতায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর একজন সফল উপকারভোগী নারীর গল্প**

মনোয়ারা বেগমের দিন বদলের পালা

সহকর্মীদের সাথে কারখানায় ব্যস্ত মনোয়ারা বেগম।

টাঙ্গাইল সদর উপজেলার শহরতলীর অবহেলিত জনপদ এনায়েতপুর গ্রামের মনোয়ারা বেগম স্বামী, দুই মেয়ে এবং এক ছেলে নিয়ে পাটকাঠির বেড়ার ঘরে বসবাস করতেন। স্বামী ও নিজের কায়িক পরিশ্রমলব্ধ

আয় দ্বারা 'দিন এনে দিন খায়' অবস্থায় তারা দিনাতিপাত করতেন। স্থানীয় বিআরডিবি অফিসের মাঠ সংগঠকের পরামর্শে ১৯৮৬ খ্রি: মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গ্রামে ২০ জন দরিদ্র মহিলা নিয়ে 'পূর্ব এনায়েতপুর মহিলা সমবায় সমিতি' গঠন করেন। সমিতি গঠনের পর তিনি নিয়মিত উঠান বৈঠকে যোগদান ও সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। সদস্য হওয়ার পর বিআরডিবি হতে প্রথমে ১০০০ টাকা ঋণের মাধ্যমে একটি গাভী কিনে পালন করা শুরু করেন। গাভীর দুধ বিক্রির অর্থ দিয়ে নিয়মিত কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করেন। কিন্তু দারিদ্রের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। পরবর্তীতে ১৯৯১ খ্রিঃ বিআরডিবির উদ্যোগে 'টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' এ নারিকেলের খোলস দিয়ে বোতাম তৈরির উপর তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিআরডিবি থেকে সমিতির মাধ্যমে ৫০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে বোতাম তৈরির জন্য একটি হস্তচালিত মেশিন ক্রয় করে বোতাম তৈরি শুরু করেন। মনোয়ারা বেগমের প্রস্তুতকৃত সমস্ত বোতাম বিক্রি হয় বিআরডিবির কারুপল্লীর মাধ্যমে। তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা কাজে লাগিয়ে বোতাম তৈরির পাশাপাশি নারিকেলের খোলস (আইচা) দিয়ে বিভিন্ন ধরণের সৌখিন শো-পিস তৈরি করে কারুপল্লীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ করতে থাকেন। ক্রমেই তাঁর উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বাড়তে থাকে। বর্তমানে তাঁর উৎপাদিত পণ্য কারুপল্লী, ঢাকার অরণ্য ও বাংলার মেলা, সিরাজগঞ্জের কারু সমন্বয়, রাঙ্গামাটির রিহা টেক্সটাইল এন্ড বুটিকসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অগ্রিম অর্ডারে বিক্রি হচ্ছে। সম্প্রতি তিনি পণ্য তৈরির তিনটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র ক্রয় করেছেন। কারখানার কাঁচামাল তিনি ব্যবহার করছেন স্থানীয় আইসক্রিম কারখনায় ব্যবহৃত নারিকেলের ফেলে দেয়া খোলস প্রতি পিস এক টাকা হিসেবে ক্রয় করেন। তাঁর বোতাম তৈরির কারখানায় বর্তমানে স্বামী ও ছেলের কর্মসংস্থান ছাড়াও সমিতির ছয় জন সদস্যকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। বর্তমানে মনোয়ারা বেগমের মাসিক গড় আয় ৬০,০০০ টাকা। মনোয়ারা বেগম দুটি বড় টিনের ঘর তৈরি করেছেন। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন এবং এক ছেলে এইচ.এস.সি পাশ করে স্থানীয় বৈল্লা বাজারে ইলেকট্রিক সামগ্রীর দোকান করেছেন। জীবন সংগ্রামী মনোয়ারা বেগম এখন একজন স্বাবলম্বী মহিলা। মনোয়ারা বেগমের ইচ্ছা তাঁর উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানি করবেন। মনোয়ারা বেগম অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয়দের মাঝে আজ তিনি একজন সফল ও স্বাবলম্বী নারী।

৯.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাধাসমূহ

দেশের পল্লী অঞ্চলের সকল নারীর জন্য মানসম্পন্ন জীবন তথা নারীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি ব্যাপক ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের জন্য সমন্বিত কার্যব্যবস্থা (holistic approach) গ্রহণ করা প্রয়োজন। একই সাথে সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার বিভাজিত ডাটা এবং জেন্ডার ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকতে হবে। সার্বিকভাবে কর্মসূচি-প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে জড়িত সকলের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পেশাধারী মনোভাবের মাধ্যমেই অদূর ভবিষ্যতে নারী উন্নয়নের সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।

১০.০ বিগত বছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র

ক্রমিক নং	বিগত বছরে সুপারিশকৃত কার্যাবলি	অগ্রগতি
১.	দুস্থ নারীর চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে আয়বর্ধনমূলক ঋণ প্রদান;	গ্রামীণ দরিদ্রদের টেকসই ও স্থায়ী দারিদ্র্য বিমোচন নিশ্চিত করণের জন্য সারাদেশে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় ২০.১৪ লক্ষ নারী সদস্যকে এ পর্যন্ত ২৬৫৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। সমবায়

ক্রমিক নং	বিগত বছরে সুপারিশকৃত কার্যাবলি	অগ্রগতি
		অধিদপ্তরের উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২৫০০ জন নারীকে গাভী ক্রয় ও পালনের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
২.	একটি বাড়ি একটি খামারসহ সরকারি প্রকল্পসমূহে দরিদ্র নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান;	প্রকল্পভূক্ত উপকারভোগীদের দুই তৃতীয়াংশই নারী। তাদের নিজস্ব তহবিল গঠনের মাধ্যমে তা বিনিয়োগে আয় বৃদ্ধির ফলে গ্রামাঞ্চলে নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা ক্রমাগত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে।
৩.	ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা গঠনের লক্ষ্যে দরিদ্র নারীদের প্রশিক্ষণ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ	২৫০০ জন নারীকে গাভী পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের পর ন্যুনতম সার্ভিস চার্জে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা গঠনের লক্ষ্যে দরিদ্র নারীদের প্রশিক্ষণ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
৪.	নারীদের হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান।	৪৯৯ জন নারীকে দক্ষতা উন্নয়ন ও আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আগামী ২০২০ সালের মধ্যে প্রকল্পভূক্ত গ্রামীণ গরীব নারী উপকারভোগীদেরকে কৃষিজ বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান, সহজ শর্তে এসএমই ঋণ প্রদান, সুনির্দিষ্ট আয়বর্ধক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করণের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে ।

১১.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ:

- ❖ পল্লী নারীদের জন্য বিভিন্ন ধরণের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে আরো অধিক সুযোগ সৃষ্টি করা:
- ❖ বিদেশগামী মহিলাদের জন্য বিশেষ দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- ❖ অকৃষি খাতে নারীদের অংশগ্রহণ জোরদার করা;
- ❖ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ক্ষেত্রে অবদানের জন্য নারীর স্বীকৃতি নিশ্চিতকরণ।